মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধাসমূহ

১। আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা (৫০%-১০০%) ফ্রি।
২। বোর্ড বৃত্তিপ্রাপ্তদের টিউশন ফি'র ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা।
৩। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা।
৪। সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে (বিতর্ক-বাংলা ও ইংরেজি, গণিত অলিম্পিয়াড, সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান মেলা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে) জাতীয়ভাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিকভাবে উৎসাহ প্রদান।
৫। বিভিন্ন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/মানবহিতৈষী ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান।

প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

- অত্যন্ত দক্ষ, সৎ ও আন্তরিক প্রশাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত।
- মেধাবী, অভিজ্ঞ, আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অত্যন্ত আন্তরিক শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) এর মাধ্যমে পাঠদান।
- প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে স্থায়ী মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে পাঠদান।
- অটোমেশন পদ্ধতিতে এসএমএস এর মাধ্যমে দৈনিক উপস্থিতি, পরীক্ষার ফলাফলসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অভিভাবকগণের নিকট নিয়মিত প্রেরণ করার সুব্যবস্থা।
- উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব (বাস্তবায়নাধীন), আধুনিক ও প্রয়োজনীয় বই সমৃদ্ধ সুপরিসর লাইব্রেরি।
- মেধা-মনন ও নেতৃত্বের বিকাশের লক্ষ্যে ২৮টি বিভিন্ন প্রকার সোসাইটি/ক্লাব এর মাধ্যমে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের সুব্যবস্থা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ।
- একাডেমিক কার্যক্রম সপ্তাহে পাঁচদিন।
- অভিভাবকদের জন্য সুপরিসর আধুনিক অপেক্ষাগার।
- ভর্তিচ্ছু সামরিক বাহিনী সদস্যদের পোষ্যদের ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা (SQ) সুবিধায় ন্যূনতম জিপিএ উন্মুক্ত।
- নিজস্ব স্কুল শাখা থেকে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে OWN কোটা সুবিধা এবং ন্যূনতম জিপিএ উন্মুক্ত।
- প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন অতি জরুরী প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের সুব্যবস্থা।

একাদশ শ্রেণিতে
ভর্তির আবেদনের জন্য
ন্যূনতম জিপিএ

- বিজ্ঞান শাখা-৪.৭৫
- মানবিক শাখা-৩.০০
- ব্যবসায় শিক্ষা শাখা-৩.৫০

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

প্রসপেক্টাস
২০১৯-২০

ময়মনসিংহ সেনানিবাস, ময়মনসিংহ।
ফোন নং- ০৯১-৬১৬৪৫, আর্মি ঃ ৬৬৭০১-৯, Ext ঃ ৩১৭০
web: www.cpscm.edu.bd

অধ্যক্ষের বাণী

জ্ঞানার্জন শিক্ষার্থীর প্রধান ও মৌলিক উদ্দেশ্য হলেও শিক্ষার অন্যতম মহৎ লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ-তথা মেধা ও মননের বিকাশ। ব্যক্তিত্বের নানামুখী বিকাশের জন্য চাই অনুকূল পরিবেশ-তথা উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী' সৎ ও সুদক্ষ পরিচালনা পর্ষদ, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ও অবকাঠামোসমেত সুপরিসর প্রাঙ্গণে জ্ঞাননির্ভর সৎ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন উদার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবমুখী শিক্ষার আয়োজন করেছে। ইতোমধ্যে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী'র কলেজ শাখা ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভের গৌরব অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা পরিবারে নিজেদেরকে সুপরিচিত করেছে।

অতীতের সুদৃঢ় পদচারণা, সাফল্য-ব্যর্থতা মাথায় রেখে আমি ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত জ্ঞাননির্ভর, কষ্টসহিষ্ণু, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন আগামী দিনের আলোকিত বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এ প্রতিষ্ঠানে স্বাগত জানাই।

লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পিএসসি, সিগন্যালস্

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিষয়সমূহ

বিজ্ঞান শাখা

আবশ্যিক : বাংলা, ইংরেজি, আইসিটি, পদার্থ, রসায়ন।
৩য় বিষয় : উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞান (যে কোন ১টি)।
৪র্থ বিষয় : উচ্চতর গণিত, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, পরিসংখ্যান (যে কোন ১টি)।

মানবিক শাখা

আবশ্যিক : বাংলা, ইংরেজি, আইসিটি।
৩য় বিষয় : অর্থনীতি, পৌরনীতি ও সুশাসন, সমাজকর্ম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, যুক্তিবিদ্যা (যে কোন ৩টি)।
৪র্থ বিষয় ঃ অর্থনীতি, পৌরনীতি ও সুশাসন, সমাজকর্ম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, যুক্তিবিদ্যা, পরিসংখ্যান, কৃষিশিক্ষা (যে কোন ১টি)।

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

আবশ্যিক : বাংলা, ইংরেজি, আইসিটি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা।
৩য় বিষয় ঃ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন/ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা (যে কোন ১টি)।
৪র্থ বিষয় ঃ পরিসংখ্যান, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা, কৃষিশিক্ষা (যে কোন ১টি)।

আমাদের লক্ষ্য

১। চারিত্রিক ও মানবীয় গুণাবলীর সার্বিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সৎ নেতৃত্ব প্রদানে প্রয়াসী বৈশ্বিক নাগরিক তৈরি করা।

২। শিক্ষার্থীদের পাঠদান শ্রেণিকক্ষেই সমাপ্ত করা এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা।

৩। শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক বিকাশের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো।

৪। সুষম ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদানে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। সার্টিফিকেট পরীক্ষায় সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিতকরণ।